যুগান্তর

তারিখ ... 6 SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৫ ...

এপিইউবি'র সংবাদ সম্মেলন

প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস না করার দাবি

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের বিপক্ষে আবারও অবস্থান নিয়েছে দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের সংগঠন এসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ বাংলাদেশ (এপিইউবি)। শনিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তারা দাবি করেছে, প্রস্তাবিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৯ অপ্রয়োজনীয় ও উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মোচনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। প্রস্তাবিত আইন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যে সংস্কার শুরু হয়েছে, তা বিঘ্নিত হবে এবং উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম নাজুক পরিস্থিতিতে পড়বে। যা বিদেশী স্বার্থ হাসিলের পথ সুগম করবে। তারা আইনটি পাস না করার দাবি জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন এসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল কাশেম হায়দার। তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিক। এ সময় এসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি অধ্যাপক ড. এম আলিমুল্লাহ মিয়া, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির ভিসি অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকদের দাবির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), এমনকি কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা একমত নন। ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম গত সপ্তাহে যুগান্তরকে জানান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশকিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সীমাহীন অন্যায় করে চলেছে। নতুন আইন না হওয়া পর্যন্ত পদক্ষেপ নেয়া যাচ্ছে না। আর নাম প্রকাশ না করে বনানী এলাকার দুটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ ধানমণ্ডি এলাকার প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিরা এ প্রতিনিধিকে জানান, নতুন আইন হলে তা মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিতের পথ সুগম হবে।

২০০৩ সাল থেকে ইউজিসি'র উদ্যোগে সরকার নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়নের চেষ্টা করছে। কিন্তু মামলা থেকে শুরু করে দেন-দরবার, চাপ প্রয়োগসহ নানাভাবে এ আইনটির বিপক্ষে কাজ করছে এ সংগঠনটি। আর এ আন্দোলনে চিহ্নিত কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে বলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়।

সাংবাদিকরা শনিবার এপিইউবি'র সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার নামে বাণিজ্যের ব্যাপারে উদাহরণসহ প্রশ্ন করেন। একজন সাংবাদিক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত একজনের নাম উল্লেখ করে বলেন, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাকিতে ভর্তি করে সুদে-আসলে টাকা দিতে হয়। একজন ছাত্রের কাছ থেকে ২ লাখ টাকায় ভর্তি করিয়ে সুদাসলে ৫ লাখ টাকা আদায়ের কথাও উল্লেখ করা হয়। তখন আয়োজকরা বিশেষ ঘটনা উল্লেখ না করার ব্যাপারে সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন।